BANGLA STATESMAN

কণিষ্ক বিনায়ক ট্রাস্টের উদ্যোগে জিনঘটিত রোগের সচেতনতা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর, ২৬ জুলাই— একমাত্র ছেলের মাত্র ১০ বছর বয়সে মৃত্যু বিরল জিনঘটিত রোগে। তাই ওই রোগে আর যাতে কোনও মায়ের কোল খালি না হয়, তার জন্য সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করেছিলেন প্রবাসী দম্পতি। রবিবার মেদিনীপুর শহরের শরৎপল্লীতে বিনোদা নোরা মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক ক্লিনিকের হলঘরে কণিষ্ক বিনায়ক মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জটিল বিরল জিনঘটিত রোগ সম্পর্কে সচেতনা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর সদর মহকুমার মহকুমা শাসক অমিতাভ দত্ত, ডা. বিবি সাহা, ডা. কেএস নায়েক, কণিষ্ক বিনায়ক সাহার বাবা কৃষ্ণকান্ত সাহা ও তাঁর মা নিবেদিতা সহ বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসকসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষজন। ২০০১ সালের ১৬ অক্টোবর কণিষ্ক বিনায়ক সাহা জন্মগ্রহণ করেন। প্রাইমারি হাইপার অক্সালিউরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র দশ বছর বয়সে ২০১১ সালের ২২ মে কণিষ্ক বিনায়ক সাহার মৃত্যু হয়। প্রবাসী দম্পতি কৃষ্ণকান্ত সাহা ও নিবেদিতা সাহার একমাত্র ছেলে ছিল কণিষ্ক। নিবেদিতা সাহা চেক প্রজাতন্ত্রের টমাস বাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্টের শিক্ষিকা। কৃষ্ণকান্ত সাহা চেক প্রজাতন্ত্রের একটি বহুজাতিক ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থার কর্মী।

নিবেদিতার বাবার বাড়ি মেদিনীপুর শহরে, স্বামীর বাড়ি কসবায়। বর্তমানে তাঁরা চেক প্রজাতন্ত্রের পাকাপাকি বাসিন্দা। তাঁদের একমাত্র ছেলে কণিষ্ক হাইপার অক্সালিয়া নামের জটিল বিরল কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র দশ বছর বয়সে মারা যায়। বহু চেষ্টা করেও প্রবাসী দম্পতি তাঁদের একমাত্র ছেলেকে ওই জটিল রোগের হাত থেকে বাঁচাতে পারেননি। এ রোগ নিয়ে অধিকাংশ চিকিৎসকের জ্ঞান এখনও নেফ্রোলজির পাঠ্যপুস্তকেই সীমাবদ্ধ, অনেক ডাক্তারবাবু এখনও এই রোগ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। জটিল এই রোগ সম্পর্কে জানতাম না বলে রাজ্যের উপস্বাস্থ্য অধিকর্তা মলয়বাবুর অকপট স্বীকারোক্তি। তাই একমাত্র ছেলের জটিল বিরল জিনঘটিত রোগে মৃত্যুর পর শোকে ভেঙে পড়লেও যাতে ওই রোগে আক্রান্ত হয়ে কোনও মায়ের কোল খালি হয়, তা তাঁরা আর চায়নি। তাই কণিষ্কের মৃত্যুর পর সারাদেশে ওই রোগ সম্পর্কে ডাক্তারবাবুদের অবহিত করতে এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে কণিষ্কের নামে একটি মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট গঠন করে নিজেদের খরচে সচেতনতা শিবিরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন প্রবাসী ওই দম্পতি। প্রবাসী দম্পতি কৃষ্ণকান্ত ও নিবেদিতা সাহার এই মহৎ উদ্যোগের প্রশংসা করেন মেদিনীপুর শহরের শরৎপল্লীতে রবিবার সচেতনা শিবিরে উপস্থিত থাকা ডাক্তারবাবু সহ অন্যান্য অতিথি।